দৈনিক

বরাবর ,
চেয়ারম্যান,
আলীনগর ইউনিয়ন পরিষদ ,
বিয়ানীবাজার, সিলেট।

বিষয়: অভিযোগ দায়ের প্রসঙ্গে ।

আবেদনকারী: ইয়াসমিন চৌধুরী, পিতা: মৃত আব্দুল মুকিত, সাং ব্রাহ্মণগ্রাম, আলী নগর ।

প্রতিবাদী: ১।এনামুল হক চৌধুরী, পিতা: মৃত আব্দুল খালিক চৌ: সাং ব্রাহ্মণগ্রাম, আলী নগর
২।এমদাদুল হক চৌ: ,পিতা: মৃত আং হান্নান চৌ:সাংপশ্চিম ভাটপাড়া,ইসলামপুর,শাহপরান
৩। ফয়সল আহমদ চৌধুরী, পিতা: মৃত আব্দুল মুমিত চৌধুরী, সাংসাং ব্রাহ্মণগ্রাম, আলী নগর
৪। রওশনআরা চৌধুরী , স্বামী: মৃত আব্দুল মুকিত,সাং ব্রাহ্মণগ্রাম, আলী নগর ।
৫। নাজমিন আক্তার চৌ: পারভীন, স্বামী: এনামুল হক চৌধুরী, সাং ব্রাহ্মণগ্রাম, আলী নগর
৬। নাজমুল হাসান চৌ: মিন্টু , পিতা: মৃত আব্দুল মুকিত, সাং ব্রাহ্মণগ্রাম, আলী নগর ।

আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী আপনার কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে এ মর্মে অভিযোগ করিতেছি যে, প্রতিবাদী, বোনের জামাই ও চাচাতো ভাই, মা ও ভাই হন ।

আমার নাম ইয়াসমিন চৌধুরী। মৃত আব্দুল মুকিত চৌধুরীর (মাখনমিয়ার) তৃতীয় সন্তান, আমার জন্ম তারিখ 26 মে 1970 ।আমি 6 জুলাই যুক্তরাজ্যেথেকেদেশে আসি। আমি একজন ব্রিটিশনাগরিক। অনুগ্রহ করে আমার পাস পোর্ট নম্বর সংযুক্ত খুঁজুন।আমি XX রেফারেন্স নম্বরে থতোয়ালী থানায় একটি জিডি ।নিজের নিরাপত্তার জন্য আমি ত খন আরেকটি জিডি করি। যেহেতু ঈদ, আমি ভীত ছিলামবাড়ীতেযেতে। আমি আমার বাবার বাড়ি আলীনগরে গেলে এনামুল হক আমাকে মারধর করার এবং হত্যার চেষ্ঠা করে। প্রতিবাদী গং হিংস্র। আমার ভাই নাজমুল হাসান চৌধুরীর ক্রিমিনাল রেকর্ড আছে। এবং অনেক চাচাতো ভাই রাজনৈতিক ভাবে যুক্ত।বিয়ানী বাজারে থানায় 9 জুলাই 2020 তারিখে রেফারেন্স নং 427 জিডি করি নাতে আমার প্রয়াতবাবার বাড়িতে যেন কোনো পুরুষ আত্মীয় প্রবেশ করতে না পারে। বিয়ানীবাজার পুলিশ আমাকে পটোকলদিয়েবাড়িতে নিয়ে যায়। কোনো পুরুষ আত্মীয়কে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না বলে পুলিশ স্পষ্টজানিয়ে দিয়েছে ন ।

ওই রাতে পরে রাত ১২.৩৪ মিনিটে পূর্ব বাটফার এনামুল হক চৌধুরী ও এমদাদুল চৌধুরী আমার সম্পত্তিতে প্রবেশ করেন আমার একটি ভিডিও তোলা হয়েছে। আমার অনুমতি ছাড়া। এসময় উপস্থিত ছিলেন

1. এনামুল হক চৌধুরী - পিতা মৃত আব্দুল খালিক চৌধুরী
2. এমদাদুল হক চৌধুরী - পিতা মরহুম আব্দুল হান্নান চৌধুরী,
3. সাদ উদ্দিন (সদস্য)
4. ইফতার চৌধুরী
5. কাউসার আহমেদ চৌধুরী
6. সালেহ আহমেদ
7. সিকন্দর

এ সময় প্রতিবাদী গং ইউপি সদস্যর কথা না শুনে আমার ওপর হামলার চেষ্টা করেন। উপরের সকলেই সাক্ষী ছিলেন। ইউপি সদস্য সাদ ও সালেক দুজনেই হস্তক্ষেপ করলে আমি রক্ষা পাই।

2015 সালে. আমি দাতব্য প্রকল্প তৈরি করেছি। আমার বোন নাজমিন চৌধুরী পারভিন, এনামুল হক চৌধুরী, নাজমুল হাসান চৌধুরী (মিন্টু) বরাক পাওয়ারের ফয়সাল আহমেদ চৌধুরী তারা সব আমার দাতব্য প্রকল্প আর সাইনবোর্ড ধ্বংস. করে ।ওই রাতে কোনো পুলিশ ডাকা হয়নি যেহেতু আমার বাবা মারা গেছেন। আমি আমার উত্তরাধিকারের কিছুই পাইনি।

আমি এও অভিযোগ করতে চাই যে, অনেক চাচাতো ভাই ফয়সাল আহমেদ চৌধুরী এবং ফাহিম আহমেদ চৌধুরী আমার গ্রামের মধ্যে একটি গ্রামের বাড়ি তৈরি করেছেন। শিশু শ্রম ব্যবহার করা।তারা ব্রিটিশ নাগরিক, আমি তাদের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট করব,অনুগ্রহ পূর্বক তদন্ত করুন,দয়া করে নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধ করুন,পর্যটকদের রক্ষা করুন.. বিদেশী.এবং দয়া করে আমার পরিবারের তদন্ত করুন ।

[redacted]

বিনীত

ইয়াসমিন চৌধুরী,
পিতা: মৃত আব্দুল মুকিত,
সাং ব্রাহ্মণগ্রাম, আলী নগর